ভিখিরি ঘোড়া

ঘোড়া। খোঁড়া হলেই মড়া।
ইদানীং দু-একটি ঘোড়াকে, মেয়ো রোডের ধারে
ভিক্ষা করতে দেখেছি।
যাত্রীদের কাছে তারা ছোলা ভিক্ষা করে।

বাস্তবিক এইসব ঘোড়ারা জন্মগত ভিখিরি ছিল না।
রেসের মাঠে বিশ্বজয় করে
আবার রেসের মাঠেই সব খুইয়ে
এখন এই ঘোড়ারা প্রকৃতই নিঃস্ব।

পা নেই, তবু এইসব ঘোড়া মানুষ হ'লে
বগলে ক্রাচ নিয়ে হাতের কাজে জীবন চালাতো।
কিন্তু ঘোড়াদের মানুষ করার মতো কোনো পন্থা
বিজ্ঞানীদের আজও জানা নেই।

মেয়ো রোডের ধারে দু'একটি ঘোড়া
খোঁড়া পায়ে ইতস্তত ঘোরে।

একদিন সময় এসে তাদের পিঠে সওয়ার হতো
এখন তারা সময়ের চরে ভিক্ষাবৃত্তি করে!

কবি ও কবিতা

১
একজন কবি অনেকগুলি কবিতা পড়ার পর
আমার কানে এল অনেকগুলি গুলির শব্দ।

২
একজন কবি যখন কবিতা লেখেন
তখন প্রতিভা শব্দটি
তার সব উজ্জ্বল বিষন্নতা নিয়ে
কবির পায়ের কাছে ভক্ত কুকুর।

৩
একদিন আমার অনুভবে
রাত্রির অনুবাদ হবে।

একদিন সেইদিন অনন্ত সৌরপ্রহরে
ট্রাফিক সিগন্যাল জুড়ে উঠবে লাখো লাখো কৃষ্ণচুড়া
সময়ের চেয়েও গভীর তার উজ্জ্বল রক্তিম বিভা

একদিন, সেই একদিন, সূর্যের সাতঘোড়া এসে
ভেঙে দেবে অন্ধকার জেব্রা ক্রসিং!

যতদিন কৃষ্ণচূড়া

যতদিন কৃষ্ণচূড়া
ততদিন সংসারে আমার বিকল্প সন্যাস।

কে তুই কৃষ্ণচূড়া,
তোর জন্যে ধরাচূড়ো পরে আমি সংসারী হয়েছি
দু'হাতের শাখা-প্রশাখায় ফুটে আছে রক্তফুলগুলি
রক্তাল্পতায় আমি আর ভুগবো না।

দহনের কাল নেমে এলো।
তীব্র বৈশাখ। রাজনীতির প্রতিশ্রুতির মতো
দিব্য দাবানল। আলুথালু বাতাস।
বাতাসবাহিত ফণা তীব্র দহনের।

তার মধ্যে কল্পবৃক্ষ তুমি,
ফোটাও জন্মের ফুল বাতাসে বাতাসে।

এই এক ঋতুজন্ম, আমাদের এই আঁতুড়ঘর
কৃষ্ণচূড়া, তোমায় দেখে শরশয্যায় শুয়ে থাকা ভীষ্মকেই শুধু মনে পড়ে।

জন্মজন্মান্তরের আঁতুড়ে
সংসারের শরশয্যায়
তীব্র দহন সয়ে আমিও শুয়ে আছি।

উত্থিত শরের ফলায়
কৃষ্ণচূড়া, তুমি ফুটে ওঠো!

সব্যসাচী

অন্ধকার পশ্চাৎপদ।
দু'পাশে তার অসদ্‌বিম্ব দোলে।

এরই মধ্যে হেঁটে আসছে সব্যসাচী আলো।
আলো। আসলে আগুন।
পোড়ায়। আলো দেয়।
আর তাই সে সব্যসাচী।

অন্ধকারকে অদেয় কিছু নেই মানুষের
সেখানে হতাশা কান্না ঘাম পরাজয়ের স্তূপ।
এবং মানুষের অর্জিত আলো
অধিকতরভাবে মানুষেরই অধিগত থাকে।
আলো তাই একা।
আর একা বলেই সে সব্যসাচী।

এক হাতে আঁধার পোড়ায়
অন্য হাতে সভ্যতা গড়ে তোলে।

ভাঙন ও কৃষ্ণচূড়া

ভাঙন উপেক্ষা করে আজও যে কৃষ্ণচূড়া ফোটে
আমি তার পাশে।

আনন্দে ও ত্রাসে
ভাঙন উপেক্ষা করে ফোটে যে কৃষ্ণচূড়া আজও
আমি তার পাশে।

এই দেখো, আমি দেবদারুগাছে মেরুদন্ড বেঁধেছি
আজও যে দীর্ঘ টানটান।

চারলেনের হাইওয়ের দু'পাশে
অন্ধকারে ফুটে আছে কাশফুল।

তার পাশে
লজ্জাবতী ছুঁয়ে থাকা সলজ্জ লাশে
ভাঙন উপেকষা করে আজও যে ফোটে
আমি তার পাশে।

ভাঙন

১
কীর্তিনাশার জলে মানুষের কীর্তি ভেসে যায়
তীরভূমি সে কথা জানে না। জানে না সবুজ
বন, দীর্ঘ মহীরুহ
মানুষের চক্রান্তে মানুষেরই গড়া চক্রব্যুহ
মানুষ ও নদীকে আজ বিপথে নিয়ে গেছে।
মানুষ ফেরে না ঘরে, নদীও না।

বিধ্বস্ত সবুজ, জলাভূমি। পাখিরা নীড়ভ্রষ্ট তাই।
শুধু কানমলা খেয়ে বেঁচে থাকা,
ফুলেদের দেঁতো হাসি দোকানে দোকানে।

তীরভূমি সেকথা জানে না
অথচ একদিন এ নদীর তীরে তীরে মানুষেরই
কীর্তি গড়েছিল।

একদা একটি গ্রাম ছিল এখানে।
সুপ্তি ও স্বপ্নঘেরা চেতনার প্রত্যুষে
সেখানে তুষের আগুন জ্বেলে ভাত রাঁধা হত।
বাঁশের বল্লমে গাঁথা একটি শোলমাছ
তার ঝাল পরমান্নের মতো।

এখন ধূ-ধূ জলে গ্রামনাম ভেসে গেছে
যারা বেঁচে আছে তারা
চোখের জলে, চোখ ধুয়ে ফেলে।

ফাটল ভাঙনে বাড়ে, ভাঙন প্লাবনে
প্লাবন প্রতিবাদে বাড়ে, জল কি তা জানে?

৩
কানভারি বাতাস।
রাশভারি খেপে যাওয়া নদী।
কে তার কানভারি করেছে এমন
কে এমন খেপিয়েছে তাকে?
দলিল দস্তাবেজে পুরনো পাপের ছাপ শুধু।

ভেসে যাচ্ছে দরোজা
কাঁচা কুড়ের খিল-আঁটা ঝাঁপ—
কেউ তাতে টোকা মেরে বলবে না কোনোদিন
'দরোজা খোলো, জেগে আছো'?

ভেসে যাচ্ছে জানালা
বাতাস দুষ্টুমি করে উঁকি মেরে দেখবে না।
রাজকন্যা কিংবা ভিখিরি মুখ।